গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৯

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ২০

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় গত তিন বছরে পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিটিতে ৬টি সরকারি বিষয়/বিভাগসহ রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে ৩০টি বিভাগ/বিষয় এবং বান্দরবানে ২৮টি বিভাগ/বিষয় ইতোমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় ৭৮২০২ মি. সেচ নালা, ৪৩১ কি.মি. গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩০০টি স্কুল (৫০৮৯২ বর্গ মি.), ২০টি কলেজ ভবন (৩৩৯২ বর্গ মি.), ধর্মীয় ও সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়নে ৯৭৪০৪ বর্গ মি. ভবন নির্মাণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য ৮৩টি বিবিধ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ৪০০০টি পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ ও মেরামত, ৪৬০০ জন পাড়াকর্মী ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার হার ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মা ও শিশু মৃত্যুর হার ও অপুষ্টি হ্রাস পেয়েছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য একটি হিমালিকা নামে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

দুর্গম এলাকায় যোগাযোগের অসুবিধা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুল অবকাঠামো, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা, পরিবেশ সংরক্ষণে অসচেতনতা ও পর্যটন বিকাশে সীমিত অবকাঠামোগত সুবিধা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

পার্বত্য এলাকায় সড়ক ও সংযোগ সড়ক এবং অবকাঠামো উন্নয়নে রাস্তা, সেতু নির্মাণ করা হবে । শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল ভবন, কলেজ ভবন, ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণ এবং ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হবে। স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ, পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে মৌলিক সামাজিক সেবা প্রদান ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার অভ্যাস গড়নে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদান করা হবে। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নে সেচনালা, পাওয়ার টিলার, ফার্মার ফিল্ড স্কুলের মাধ্যমে কৃষক ও মিশ্র ফল চাষের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এছাড়া খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, বনায়ন, পরিবেশবান্ধব পর্যটন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- চলতি অর্থবছরে ১৬৪ কি:মি: রাস্তা, ১৮৮৮ মি: সেতু নির্মাণ করা হবে;
- ১১৪৭২ ব:মি: (৯৬টি) স্কুলভবন, ৮০০ ব:মি: (২টি) কলেজ ভবন, ২১৫২ ব:মি: আয়তনের (১৭টি) ছাত্রাবাস নির্মাণ, ১২০০ জন শিক্ষার্থীকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান ও ৩৪০০ জন ছাত্রকে ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হবে;
- স্বাস্থ্য সেবার লক্ষ্যে ৪১০টি পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ, ৫৫০০০টি পরিবারকে পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে পানি ও পয়:ব্যবস্থা উন্নয়ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ, ১৬৫০০০টি পরিবারকে পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে মৌলিক সামাজিক সেবা প্রদান, ৫৪০০০ জন শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও শৈশব-প্রাক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং ৫৫০০০ জন মা ও শিশুকে পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃসেবা প্রদান করা হবে;
- কৃষি সহায়ক ৭১৪০ মি: সেচনালা নির্মাণ করা হবে এবং কৃষকদের মধ্যে ১৭০টি পাওয়ার টিলার ও ৮৯০ জন কৃষককে ফল ও রাবার চাষে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে; এবং
- নৃ-তাত্ত্বিক সংস্কৃতির সুরক্ষা, লালন ও সংরক্ষণে ২৯টি কর্মসূচি গ্রহণ, ৩২টি কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য ৩৯৭ বর্গ মি.আয়তনের ভবন নির্মাণ করা হবে।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুলাই মাসের ০৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

কল্যাণমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন
২. শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ
৩. কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন
৪. স্বাস্থ্য সেবা, পানি ও পয়:নিষ্কাশনের সুযোগ বৃদ্ধি
৫. আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন
৬. পর্যটন সুবিধা সম্প্রসারণ
৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন নৃতাত্তিক গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির লালন, সুরক্ষা ও উন্নতি সাধন

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
২. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন; পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ এবং তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও নৃতাত্তিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ;
২. সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় ও তদারক করা; ICIMOD এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে লিয়াঁজো রক্ষা করা;
৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিবেশগত ও ভূতাত্তিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থার সাথে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন;
৪. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংকটকালে ত্রাণ পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয়;
৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিষদ, কমিটি ও অন্যান্য বিশেষ কমিটি/কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা ও সেবা প্রদান;
৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কর্মরত বিভিন্ন NGO এর কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণ;
৭. পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্পকে উৎসাহ প্রদান; এবং
৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত আইন, বিধি ও প্রবিধি প্রনয়ণ।